"মিষ্টি বাচ্চারা -- যখনই সময় পাবে তখনই একান্তে বসে সৎযকারের প্রিয়তমকে স্মরণ করো, কারণ স্মরণের দ্বারাই স্বর্গের রাজৎব প্রাপ্ত হবে"

*প্রশ্নঃ - বাবাকে পেয়েছি সেইজন্য কোন্ অসচেতনতা সমাপ্ত হয়ে যাবে ?

*উৎতরঃ - অনেক বাচ্চারা অসচেতন হয়ে বলে যে আমরা তো বাবারই। স্মরণের জন্য পরিশ্রম করে না। প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করতে ভুলে যায়। এটাই হলো অমনোযোগ। বাবা বলেন -- বাছা, যদি স্মরণে থাকো তবে অন্তরে খুশী স্থায়ী-রূপে থাকবে। কোনপ্রকারের বিভরান্তি আসবে না। যেমন বন্ধনে আবদ্ধ আৎমারা (বাঁধেলিয়া) স্মরণের জন্য ছটফট (বযাকুল হয়) করে, দিন-রাত স্মরণ করে, তেমনই তোমাদেরও নিরন্তর স্মরণে থাকা উচিত।

*গীতঃ- সৌভাগ্য জাগরিত করে এসেছি.....

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন -- তোমরাও বলো ওম্ শান্তি। বাবাও বলেন -- ওম্ শান্তি র্অথাৎ আৎমা-রূপে তোমরা হলে শান্ত-স্বরূপ। বাবাও শান্ত-স্বরূপ, আৎমার স্বর্ধমও শান্ত। পরমাৎমার স্বর্ধমও শান্ত। তোমরাও শান্তিধামের বাসিন্দা। বাবা বলেন -- আমিও ওখানকারই নিবাসী। বাচ্চারা, তোমরা পুর্নজন্মে আসো, আমি আসি না। আমি এই রথে প্রবেশ করি। ইনি আমার রথ। শঙ্করকে যদি জিজ্ঞাসা করো, জিজ্ঞাসা তো করতে পারবে না কিন্তু কেউ যদি সূক্ষ্মলোকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে তবে তিনি বলবেন যে, এ হলো আমার সূক্ষ্ম শরীর। শিববাবা বলেন যে, এটা আমার শরীর নয়। এটা আমি ধার করেছি কারণ আমারও তো কর্মেন্দ্রিয়ের আধার চাই। র্সবপ্রথমে মুখ্য কথা বোঝাতে হবে যে পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর শ্রীকৃষ্ণ নয়। শ্রীকৃষ্ণ সকল আৎমাদের পতিত থেকে পবিৎর করেন না, তিনি এসে পবিৎর দুনিয়ায় রাজৎব করেন। প্রথমে যুবরাজ হন, তারপর মহারাজ হন। ওঁনার মধেযও এই জ্ঞান নেই। রচনার জ্ঞান তো রচয়িতার মধেযই থাকবে, তাই না! শ্রীকৃষ্ণকে রচনা বলা হয়। রচয়িতা বাবা এসেই জ্ঞান প্রদান করেন। এখনও বাবা রচনা করছেন, তিনি বলেন -- তোমরা আমার সন্তান। তোমরাও বলো, আমরা তোমার। বলাও হয় বরহমার দ্বারা বরাহমণদের স্থাপনা। তা নাহলে বরাহমণ কোথা থেকে আসবে। সূক্ষ্মলোকের বরহমা অন্য কেউ নয়। উপরের যিনি-তিনিই নীচের তথা পুনরায় তিনিই উপরের। তিনি একজনই। আচ্ছা, বিষ্ণু আর লক্ষ্মী-নারায়ণের কথাও তো এক। তারা কোথাকার ? বরহমা থেকেই বিষ্ণু হয়। বরহমা-সরস্বতীই লক্ষ্মী-নারায়ণ, তারাই সমগ্র কল্পের ৮৪ জন্ম পরে এসে সঙ্গমে পুনরায় বরহমা-সরস্বতী হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণও মানুষ, ওনাদের হলো দেবী-দেবতা র্ধম। বিষ্ণুকেও ৪ ভূজ দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রবৃৎিতর্মাগ দেখানো হয়েছে। ভারতে প্রথম থেকেই প্রবৃৎিত মার্গের প্রচলন রয়েছে, সেইজন্য বিষ্ণুকে ৪টি ভূজ দেওয়া হয়েছে। এখানে হলো বরহমা-সরস্বতী, এই সরস্বতী হলো দৎতক নেওয়া কন্যা। এঁনার প্রকৃত নাম ছিল লখীরাজ, পরে তাঁর নাম রাখা হয়েছে বরহমা। শিববাবা এঁনার মধেয প্রবেশ করেছেন এবং রাধেকে আপন করে নিয়েছেন, নাম রেখেছেন সরস্বতী। বরহমা সরস্বতীর কোনো লৌকিক পিতা নন। এই দুজনেরই আপন-আপন লৌকিক পিতা ছিল। এখন তারা নেই। এই শিববাবা বরহমার দ্বারাই অ্যাডপ্ট করেছেন। তোমরা হলে অ্যাডপ্টেড চিল্ডেরন। বরহমাও শিববাবার সন্তান। বরহমার মুখ-কমল দ্বারা রচনা করেন সেইজন্য বরহমাকে মাতাও বলা হয়। তুমি মাতা-পিতা আমি বালক তোমার, তোমারই কৃপায় সুখ প্রগাঢ়.....গাওয়াও হয়, তাই না! তোমরা বরাহমণেরা এসে বালক হয়েছো। এ'সমস্ত বোঝার জন্য অতি তীকষ্ণ বুদ্ধি চাই। বাচ্চারা, তোমরা শিববাবার থেকে উৎতরাধিকার প্রাপ্ত করো। বরহমা কোনো স্বর্গের রচয়িতা বা জ্ঞানসাগর নন। জ্ঞানের সাগর হলেন অদ্বিতীয় পিতাই। আৎমার পিতাই জ্ঞানের সাগর। আৎমাও জ্ঞানের সাগর হয় কিন্তু তাদের জ্ঞানসাগর বলা যাবে না কারণ সাগর একজনই। তোমরা সকলে হলে নদী। সাগরের (বাবা) আপন শরীর নেই। নদীদের আছে। তোমরা হলে জ্ঞান নদী। কলকাতায় বরহমপুৎর নদী অনেক বড়, কারণ তার সাগরের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। সেখানে তাদের (সঙ্গমে) অনেক বড় মেলা হয়। এখানেও মেলা হয়। সাগর এবং বরহমপুৎর দুজনে এখানে কম্বাইন্ড। এটা হলো চৈতন্য, ওটা হলো জড়। এ'কথা বাবা বোঝান। শাস্ৎরতে নেই। শাস্ৎর হলো ভকিতমার্গের ডির্পাটমেন্ট (শাখা)। এটা হলো জ্ঞানর্মাগ, ওটা হলো ভকিতর্মাগ। অর্ধেককল্প ধরে চলে ভকিতমার্গের শাখা। সেখানে জ্ঞানসাগরই নেই। পরমপিতা পরমাৎমা, জ্ঞানের সাগর বাবা সঙ্গমে এসে জ্ঞান-স্নানের মাধযমে সকলের সদ্গতি করেন। তোমরা জানো যে, আমরা অসীম জগতের পিতার থেকে স্বর্গ-সুখের সৌভাগ্য রচনা করছি। বরাবর আমরা সৎযযুগ, ৎরেতায় পূজ্য দেবী-দেবতা ছিলাম। এখন আমরা পূজারী মানুষ। পুনরায় মানুষ থেকে তোমরা দেবতায় পরিনত হও। বরাহমণ তথা দেবতা র্ধমে এসেছো পুনরায় কষ্ৎিরয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়েছো। ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে নীচে নামতে হয়েছে। এও তোমাদের বাবা-ই বলেছেন। তোমরা নিজেদের জন্মকে জানতে না। ৮৪ জন্মও তোমরাই নাও। যারা র্সবপ্রথমে আসে, তারাই সর্ম্পূণ ৮৪ জন্ম নেয়। যোগের দ্বারাই খাদ নিষ্কাশিত হয়ে যায়, যোগেই পরিশ্রম। যদিও অনেক বাচ্চারাই জ্ঞানে তীকষ্ণ কিন্তু যোগে কাঁচা। বন্ধনে আবদ্ধ আৎমারা(বাঁধেলিয়া) বন্ধনহীন আৎমাদের(ছুটেলিয়া) থেকে ভালো। তারা তো শিববাবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য রাত-দিন ছটফট (বযাকুল হয়) করে। তোমরা মিলিত হয়েছো। তোমাদের বলা হয় স্মরণ করো, আর তোমরা প্রতিমুহূর্তে ভুলে যাও। ঝড়-ঝঞ্ঝা তোমাদের কাছে অনেক আসে। ওরা স্মরণের জন্য ছটফট করে। তোমরা ছটফট করো

না। তাদের ঘরে বসেও উচ্চপদ লাভ হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমরা জানো -- বাবার স্মরণে থাকলে আমরা স্বর্গের রাজৎব পাবো। যেমন বাচ্চারা র্গভ থেকে বেরোনোর সময় ছটফট করে, তেমনই বন্ধনে আবদ্ধ আৎমারাও বযাকুল হয়ে ডাকে, শিববাবা এই বন্ধন থেকে মুকত করো। দিন-রাৎির স্মরণ করে। তোমরা বাবাকে পেয়েছো আর তোমরা অমনোযোগী হয়ে পড়েছো। আমরা বাবার সন্তান। আমরা এই শরীর পরিৎযাগ করে গিয়ে প্রিন্স হবো, অন্তরে এমন খুশী স্থায়ীভাবে থাকা উচিত। কিন্তু মায়া স্মরণে রাখতে দেয় না। স্মরণের দ্বারাই অৎযন্ত খুশীতে থাকবে। স্মরণ না করলে বিভরান্ত হয়ে যাবে। অর্ধেককল্প তোমরা রাবণ-রাজ্যে দুঃখ দেখেছো। অকালমৃৎযু হয়ে এসেছে। দুঃখ তো রয়েছেই। যত ধনবানই হও না কেন, দুঃখ তো হয়ই। অকালে মৃৎযু হয়। সৎযযুগে অকালে মৃৎযু হয় না, কখনো রোগ হবে না। সময় এলে বসে-বসে নিজে-নিজেই এক শরীর পরিৎযাগ করে অন্য(শরীর) ধারণ করে নেয়। তার নামই হলো -- সুখধাম। মানুষ তো স্বর্গের কথাকে কল্পনা মনে করে। তারা বলে -- স্বর্গ কোথা থেকে আসবে! তোমরা জানো যে, আমরা স্বর্গে থাকব তারপর ৮৪ জন্ম নেব। সমগ্র এই খেলা ভারতের উপরেই তৈরী হয়েছে। তোমরা জানো, আমরা ২১ জন্ম পবিৎর দেবতা ছিলাম, তারপর আমরা কষৎরিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়েছি। এখন পুনরায় বরাহমণ হয়েছি। এই স্বর্দশন-চকর অতি সহজ। এ'কথা শিববাবা বসে বোঝান। তোমরা জানো যে, শিববাবা বরহমার রথে(শরীরে) এসেছেন, যিনি বরহমা তিনিই সৎযযুগের আদিতে কৃষ্ণ ছিলেন। ৮৪-বার জন্মগ্রহণ করে পতিত হয়েছেন, পুনরায় বাবা এঁনার মধেয প্রবেশ করে এঁনাকে অ্যাডপ্ট করেছেন। তিনি স্বয়ং বলেন, আমি এই শরীরের আধার নিয়ে তোমাদের আপন করে নিয়েছি। পুনরায় তোমাদের স্বর্গের রাজধানীর সুযোগ্য করে তুলি, যারা সুযোগ্য হবে তারাই রাজৎব করবে। এতে স্যার্নাসও ভাল হওয়া উচিত। মুখ্য হলো পবিৎরতা। এতেই অবলাদের উপর অৎযাচার হয়ে থাকে। কোথাও-কোথাও পুরুষদের উপরেও অৎযাচার হয়। বিকারের জন্য একে-অপরকে বিরকত করে থাকে। এখানে মাতারা অধিকসংখ্যক হওয়ার কারণে শকিতসেনা নামটি গাওয়া হয়, বন্দে মাতরম্। এখন তোমরা কাম-চিতা থেকে নেমে জ্ঞান-চিতায় বসেছো সুন্দর(গৌরর্বণ) হওয়ার জন্য। দ্বাপর থেকে কাম-চিতায় বসে রয়েছো। পরস্পরকে বিষ(বিকার) প্রদানের জন্য বিকারী বরাহমণেরা হস্তবন্ধন করে। তোমরা হলে নির্বিকারী বরাহমণ। তোমরা তা কযান্সেল করিয়ে জ্ঞান-চিতায় বসিয়ে দাও। কাম-চিতায় কালো হয়েছো, জ্ঞান-চিতায় সুন্দর(গৌরর্বণ) হয়ে যাবে। বাবা বলেন, অবশ্যই একত্বে থাকো কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো যে আমরা বিকারে যাব না, সেইজন্য বাবা আংটিও পড়ান। শিববাবা পিতাও, প্রিয়তমও। সমস্ত সীতাদের রাম। তিনি পতিত-পাবন। এছাড়া রঘুপতি রাঘব রাজারামের কোনো কথা নেই। তিনিও সঙ্গমেই এই প্রালবধ পেয়েছিলেন। তাকে হিংসক অস্ত্র-শস্ত্রের (তীর-ধনুক) সুসজ্জিত দেখানো ভুল। চিৎরতেও দেখানো উচিত নয়। কেবল লেখা উচিত চন্দ্রবংশীয়। বাচ্চাদের বোঝানো উচিত যে, শিববাবা এঁনার মাধযমে চকেরর এই রহস্য আমাদের বোঝাচ্ছেন। সৎয-নারায়ণের কথা পাঠ হয়, তাই না! তা হলো মানুষের তৈরী করা (বরত) কথা। নর থেকে নারায়ণ তো কেউ হয় না। সৎয-নারায়ণের কথা র্অথই হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়া। অমরকথাও শোনায়, কিন্তু অমরপুরীতে তো কেউ যায় না। মৃৎযুলোক ২৫০০ বছর চলে। তিজরীর কথা মাতারা শোনে। বাস্তবে এ হলো তৃতীয় জ্ঞান-নেৎর দেওয়ার কথা। এখন আৎমারা জ্ঞানের তৃতীয় নেৎর পেয়েছে সেইজন্য আৎম-অভিমানী হতে হবে। আমি এই শরীরের দ্বারা এখন দেবতা হতে চলেছি। আমার মধেযই সংস্কার রয়েছে। সকল মানুষই দেহ-অভিমানী। বাবা এসে দেহী-অভিমানী করেন। লোকে আবার বলে, আৎমা পরমাৎমা এক। পরমাৎমা এ'সকল রূপ ধারণ করেছে। বাবা বলেন, এ'সবই ভুল, একে মিথযা অভিমান, মিথযা জ্ঞান বলা হয়। বাবা বলেন, আমি বিন্দু-সদৃশ। তোমরাও জানতে না, ইনিও জানতেন না। এখন বাবা বোঝান -- এতে সংশয় আসা উচিত নয়। নিশ্চয় হওয়া উচিত। বাবা অবশ্যই সৎয বলেন, সংশয়বুদ্ধি বিনশন্তী। তারা সর্ম্পূণ উৎতরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারে না। আৎম-অভিমানী হওয়াতেই পরিশ্রম। খাবার প্রস্তুত করার সময়েও বুদ্ধি যেন বাবার দিকে থাকে। প্রতিটি বিষয়েই এই অভযাস করা উচিত। বুটি বেলতে-বেলতেও নিজের প্রিয়তমকে স্মরণ করতে থাকবে -- এই অভযাস প্রতিটি বিষয়েই থাকা উচিত। যতখানি সময় অবসর পাবে স্মরণ করতে হবে। স্মরণের দ্বারাই তোমরা সতোপ্রধান হবে। ৮ ঘন্টা কাজকর্মের জন্য ছুটি। মাঝে-মাঝে কিন্তু একান্তে গিয়ে বসা উচিত। তোমাদের সকলকে বাবার পরিচয় শোনাতে হবে। আজ না শুনলে কাল শুনবে। বাবা স্বর্গ স্থাপন করেন, আমরা স্বর্গে ছিলাম তারপর এখন নরকবাসী হয়েছি। এখন আবার বাবার কাছ থেকে উৎতরাধিকার পাওয়া উচিত। ভারতবাসীদেরই বোঝান হয়। বাবা আসেনও ভারতেই। দেখো, তোমাদের কাছে মুসলিমরাও আসে, তারাও সেন্টারের রকষণাবেকষণ করে। বলে শিববাবাকে স্মরণ করো। শিখরাও আসে, খ্রিস্টানরাও আসে, ভবিষ্যতে অনেকেই আসবে। এই জ্ঞান সকলের জন্য কারণ এ হলো বাবার সহজ স্মরণ এবং সহজ উৎতরাধিকার। কিন্তু পবিৎর তো অবশ্যই হতে হবে। দান করলে গ্রহণ মুকত হয়ে যাবে। এখন ভারতের উপর রাহুর দশা (গ্রহণ) রয়েছে পুনরায় ২১ জন্মের জন্য বৃহস্পতির দশা শুরু হবে। প্রথমে হয় বৃহস্পতির দশা, পরে হয় শুকেরর দশা। র্সূযবংশীয়দের উপর বৃহস্পতির দশা, চন্দ্রবংশীয়দের উপর শুকেরর দশা রয়েছে বলা হবে। পুনরায় দশা কম হতে থাকে। র্সবাপেকষা খারাপ হলো রাহুর দশা। বৃহস্পতি কোনও গুরু নয়। এই দশা হলো বৃকষপতির। বৃকষপতি বাবা যখন আসেন তখন বৃহস্পতি এবং শুকেরর দশা হয়। রাবণ এলে রাহুর দশা বসে। বাচ্চারা, তোমাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা বসে রয়েছে। কেবল বৃকষপতিকে স্মরণ করো আর পবিৎর হও, বযস। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আৎমার পিতা তাঁর আৎমা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) প্রতিটি কর্ম করতে-করতে আত্ম-অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। দেহের অহংকার যাতে সমাপ্ত হয়ে যায় সেইজন্য পরিশ্রম করতে হবে।

২) সত্যযুগীয় রাজত্বের সুযোগ্য হওয়ার জন্য নিজের ব্যবহারকে রয়্যাল করতে হবে। পবিত্রতাই হলো সর্বাপেক্ষা উচ্চ (ভদ্র) আচার-আচরণ। পবিত্র হলেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে।

বরদানঃ- সরলতার সঙ্গে অলমাইটি অথরিটি হয়ে মায়ার সম্মুখীন হওয়া শক্তিস্বরূপ ভব

কখনো-কখনো সাদাসিধে (ভোলা-ভালা) হওয়া অনেক বড় ক্ষতি করে দেয়। সরলতা, ভোলা-ভালার রূপ ধারণ করে নেয়। কিন্তু এরকম সাদাসিধেও হয়ো না যাতে মোকাবিলাও করতে না পারো। সরলতার সঙ্গে সম্মুখীন হওয়ার এবং সহন করার শক্তিও থাকা উচিত। যেরকম বাবা ভোলানাথের কাছে সর্বময় কর্তৃত্বও (অলমাইটি অথরিটি) রয়েছে, তেমনই তোমরাও সরলতার সাথে সাথে শক্তি-স্বরূপও হও, তাহলে মায়ার বোমা তোমাদের স্পর্শ করবে না। মায়া সম্মুখীন হওয়ার পরিবর্তে প্রণাম করবে।

স্লোগানঃ- তোমার হৃদয়ে স্মরণের কেতন উড়াও - তবেই প্রত্যক্ষতার কেতন উড়তে থাকবে।